একই স্মারক ও তারিখে প্রতিস্থাপিত হবে

ইলেক্ট্রনিকস সেফটি এন্ড সিকিউরিটি এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ইসাব)

২২৪/১, ট্রপিকানা এনএমজি টাওয়ার (১৫ তলা), নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা

ইসাব/নির্বাচন বোর্ড/২০২৬-২৮/২ তারিখ: ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫

ইলেক্ট্রনিকস সেফটি এন্ড সিকিউরিটি এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ এর ২০২৬-২০২৮ মেয়াদী দ্বিবার্ষিক
নির্বাচন সংক্রান্ত তথ্যাবলী ও আচরণবিধি

নির্বাচন সংক্রান্ত তথ্যাবলী

১। **ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস নির্বাচন তফসিলে বর্ণিত সময়ের (০১ ডিসেম্বর ২০২৫) মধ্যে নির্বাচন বোর্ডে জমা দিতে হবে:**

i. সংশ্লিষ্ট কোম্পানী/ফার্মের হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্সের ফটোকপি (৩০ জুন ২০২৬ পর্যন্ত);

ii. হালনাগাদ ইনকাম ট্যাক্স সার্টিফিকেট/রিটার্ণ জমা রশিদের ফটোকপি (assessments year 2025-26);
[প্রোপ্রাইটরশীপ প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ব্যক্তির আয়কর সনদ এবং লিমিটেড/অংশীদারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের আয়কর সনদ দাখিল করতে হবে];

iii. লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক প্রতিনিধি (কোম্পানীর শেয়ার হোল্ডার হতে হবে) মনোনয়নের রেজুলেশনের মূলকপি; অংশীদারী কারবারের ক্ষেত্রে অংশীদারদের দ্বারা মনোনীত প্রতিনিধির মনোনয়নপত্র, ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে মালিকই প্রতিনিধি হবেন;

iv. প্রতিনিধির সদ্য তোলা দুই কপি পাসপোর্ট সাইজ রঙ্গিন ছবি;

v. জাতীয় পরিচয় পত্রের ফটোকপি;

vi. সংঘবিধি অনুযায়ী সদস্য নবায়ন সনদ/হালনাগাদ তথ্যাদি (৩০ জুন ২০২৬ পর্যন্ত চাঁদা পরিশোধের রশিদ)।

২। প্রাথমিক ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত বা ভোটার তালিকা হতে নাম বাদ দেওয়ার প্রয়োজন হলে নির্বাচন তফসিলে বর্ণিত সময়ের মধ্যে নির্বাচন আপিল বোর্ডের নিকট লিখিত আপত্তি জানাতে হবে। দাখিলকৃত আপত্তির বিষয়ে নির্বাচন আপিল বোর্ডের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হিসেবে গণ্য হবে।

৩। প্রার্থী ব্যক্তিগতভাবে/প্রতিনিধির মাধ্যমে মনোনয়নপত্র দাখিল ও প্রত্যাহার করতে পারবেন। প্রতিনিধির মাধ্যমে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করতে চাইলে প্রার্থী কর্তৃক প্রতিনিধি মনোনয়নের পত্র প্রমাণক হিসেবে দাখিল করতে হবে।

৪। (ক) ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত নেই এমন কোন ব্যক্তি নির্বাচনে প্রার্থী বা প্রস্তাবকারী কিংবা সমর্থনকারী হতে পারবেন না।

(খ) চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের দিন হতে পরবর্তী ৭ (সাত) দিনের মধ্যে নির্বাচনে আগ্রহী প্রার্থীগণ নিম্নবর্ণিত কাগজপত্রসহ সঠিকভাবে পূরণকৃত মনোনয়নপত্র নির্বাচন বোর্ডের নিকট দাখিল করবেন, যথা:

(অ) নোটারি পাবলিক কর্তৃক সত্যায়নের মাধ্যমে ঋণখেলাপী কিনা সে বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত মূল প্রত্যায়নপত্র;

(আ) নোটারী পাবলিক কর্তৃক সত্যায়নের মাধ্যমে কর, ভ্যাট, শুল্ক হালনাগাদ পরিশোধ করেছেন কিনা সে বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত আয়কর, ভ্যাট রিটার্ন ও শুল্ক পরিশোধের মূল সনদপত্র;

(ই) ফৌজদারি অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইয়া কারাদন্ডে দন্ডিত কিনা এবং তাহার মুক্তি লাভের পর ৫ (পাঁচ) বছর অতিক্রান্ত হয়েছে কিনা সে বিষয়ে পুলিশ ক্লিয়ারেন্সের মূল সনদ;

(ঈ) প্রয়োজনীয় অন্যান্য দলিলাদি।

৫। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হওয়ার পর নির্বাচন বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করা যাবে।

৬। নির্বাচন বোর্ড কোন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল করলে উক্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশের পর নির্বাচন তফসিলে বর্ণিত সময়ের মধ্যে নির্বাচন আপিল বোর্ডের নিকট লিখিত আপত্তি দাখিল করতে পারবেন। এক্ষেত্রে নির্বাচন আপিল বোর্ডের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হিসেবে গণ্য হবে।

৭। নির্বাচনের বিষয়ে কোন আপত্তি থাকলে সংশ্লিষ্ট প্রার্থী নির্বাচন আপিল বোর্ডের নিকট লিখিত আপত্তি দাখিল করতে পারবেন। এক্ষেত্রে নির্বাচন আপিল বোর্ডের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হিসেবে গণ্য হবে।

৮। নির্বাচনে ভোট দানের অধিকারী ব্যক্তিগণ ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হয়ে ভোট প্রদান করবেন। প্রক্সির মাধ্যমে ভোট দেয়া যাবে না।

৯। নির্বাচন গোপন ব্যালটের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে এবং প্রত্যেক ভোটার প্রতিটি পদের জন্য একটি ভোট প্রয়োগের অধিকারী হবেন।

১০। (ক) বৈধ প্রার্থীদের মধ্য থেকে ভোটারদের সরাসরি ভোটে ১১ (এগারো) সদস্য বিশিষ্ট কার্যনির্বাহী কমিটি (প্রেসিডেন্ট, ভাইস-প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারী জেনারেল, জয়েন্ট সেক্রেটারী জেনারেল, ট্রেজারার ও এক্সিকিউটিভ মেম্বার) নির্বাচিত হবেন।

(খ) একজন ভোটার একটি ব্যালট পেপারে পদ ভিত্তিক ১১ (এগারো) টি ভোট প্রদান করবেন। ১১ (এগারো) টি ভোটের কম বা বেশী হলে ব্যালট পেপার বাতিল বলে গণ্য হবে।

২৮/১০/২০২৫ ২৮.১০.২০২৫ ২৮.১০.২০২৫

১১। কার্যনির্বাহী কমিটিতে কোনো ব্যক্তি পরপর ০২ (দুই) মেয়াদ শেষে অন্যূন একটি নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করে পরবর্তী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

১২। ভোটারের পরিচয় পত্র নির্বাচনের দিন নির্বাচন কেন্দ্রে সকাল ৮:০০ টা হতে বিতরণ করা হবে।

১৩। **নির্বাচন সংক্রান্ত ফি (অফেরৎযোগ্য):**

(ক) মনোনয়ন ফি: ইলেক্ট্রনিকস সেফটি এন্ড সিকিউরিটি এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ এর অনুকূলে উল্লিখিত টাকা নগদে/পে-অর্ডারে এসোসিয়েশনের কার্যালয়ে জমা দিতে হবে।

ক্রমিক	পদের নাম	মনোনয়নপত্রের ফি (টাকা)
১.	প্রেসিডেন্ট	১,০০,০০০/-
২.	ভাইস-প্রেসিডেন্ট	৯০,০০০/-
৩.	সেক্রেটারী জেনারেল	৮০,০০০/-
৪.	জয়েন্ট সেক্রেটারী জেনারেল	৭০,০০০/-
৫.	ট্রেজারার	৬০,০০০/-
৬.	এক্সিকিউটিভ মেম্বার	৫০,০০০/-

(খ) আপিল ফি: নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর কোনো আপত্তি থাকলে তিনি উক্ত ফলাফল প্রকাশের ৩ (তিন) দিনের মধ্যে ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা এসোসিয়েশনের অনুকূলে নগদে/পে-অর্ডারে পরিশোধ সাপেক্ষে আপিল বোর্ডের নিকট আপিল করবেন।

১৪। কার্যনির্বাহী কমিটির প্রার্থী হওয়ার জন্য নির্বাচন তফসিলে বর্ণিত সময়ের মধ্যে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করে দাখিল করতে হবে। মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় মনোনয়নপত্রের ফি পরিশোধের রশিদের মূলকপিসহ ক্রমিক নং ৪ এ উল্লিখিত কাগজপত্র মনোনয়নপত্রের সাথে জমা দিতে হবে। এসোসিয়েশনের অফিস থেকে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করে যথাযথভাবে পূরণপূর্বক এসোসিয়েশনের অফিসে দাখিল করতে হবে।

১৫। এসোসিয়েশনের এর সংঘবিধি মোতাবেক যে সকল সদস্য নির্বাচন তারিখের কমপক্ষে ৬০ দিন পূর্বে (০১ ডিসেম্বর ২০২৫) এসোসিয়েশনের এর বার্ষিক চাঁদা ও অন্যান্য বকেয়া পরিশোধ করতে ব্যর্থ হবেন সে সকল সদস্য ভোটার তালিকাভুক্ত হতে পারবেন না এবং ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন না।

১৬। নির্বাচন তারিখের ১২০ দিনের পূর্বে সদস্য হয়েছেন এমন সদস্য উক্ত নির্বাচনে ভোটার হতে পারবেন।

১৭। একই ব্যক্তি একাধিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্ব করতে পারবেন না। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি একাধিক প্রতিষ্ঠানের মালিক হলে বা এসোসিয়েশন এর একাধিক সদস্যপদ থাকলেও কেবল একটি ভোটের অধিকারী হবেন।

১৮। নির্বাচন সংক্রান্ত যাবতীয় নোটিশ/বিজ্ঞপ্তি এসোসিয়েশনের এর নোটিশ বোর্ডে ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।

১৯। নির্বাচনের ফলাফল ভোট কাউন্টিং মেশিনের মাধ্যমে গণনাপূর্বক প্রকাশ করা হবে।

২০। কোনো ব্যক্তি কোনো বাণিজ্য সংগঠনের নির্বাহী কমিটি বা পরিচালনা পরিষদের কোনো নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না অথবা কোনো পদে অধিষ্ঠিত থাকতে পারবেন না, যদি তিনি-

(ক) বাণিজ্য সংগঠন আইন, ২০২২ বা আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনের অধীন কোনো ফৌজদারী অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়ে কারাদন্ডে দন্ডিত হন এবং তার মুক্তি লাভের পর ৫ (পাঁচ) বছর অতিবাহিত না হয়ে থাকে;

(খ) ঋণ খেলাপী হন অথবা হালনাগাদ কর, ভ্যাট, শুল্ক পরিশোধ না করে থাকেন; তবে শর্ত থাকে যে, কোনো পদে নির্বাচিত হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ঋণ খেলাপী অথবা কর খেলাপী হিসাবে তালিকাভুক্ত হওয়ার তারিখ হতে ১৮০ (একশত আশি) দিনের মধ্যে উক্ত ঋণ বা কর পরিশোধ না করলে উক্ত পদ শূন্য বলে বিবেচিত হবে।

নির্বাচন সংক্রান্ত আচরণ বিধি:

০১। নির্বাচন উপলক্ষে মিছিল করা অথবা শ্লোগান দেওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ থাকবে।

০২। নির্বাচন অনুষ্ঠানের ৪৮ ঘন্টা পূর্ব হতে অর্থাৎ ২৯ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ সকাল ১০:০০ টার পর থেকে সকল প্রকার নির্বাচনী প্রচারণা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ থাকবে।

০৩। নির্বাচন অনুষ্ঠানের দিন নির্বাচন বোর্ড কর্তৃক ঘোষিত ভোট কেন্দ্রের ১০০ গজের মধ্যে প্রার্থী অথবা তার সমর্থকদের সমাবেশ, জটলা, ব্যাজ ধারণ ও পোস্টার বহন সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ থাকবে।

০৪। নির্বাচন বোর্ড কর্তৃক নির্দেশিত বিধান বহির্ভূতভাবে কোন প্রার্থী কিংবা ভোটার ভোট গ্রহণ এলাকায় অহেতুক অবস্থান করতে পারবেন না।

০৫। নির্বাচন উপলক্ষে কোন বিজ্ঞাপন প্রদান, কোন প্রকার পোস্টার, দেয়াল লিখন অথবা ব্যানার ব্যবহার করা যাবে না। তবে, নির্বাচনী প্রচারের ক্ষেত্রে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করা যাবে।

০৬। ভোটারদের নিকট কেবলমাত্র সাদাকালো A4 Size এর প্রচারপত্র প্রেরণ করা যাবে, তবে কোন রকম উপঢৌকন প্রেরণ করা যাবে না।

০৭। সকল প্রার্থীর পরিচিতি সভা অনুষ্ঠান করা যাবে। প্রার্থীগণ সুনির্দিষ্ট সময়ের জন্য ভোটারদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য পেশ করতে পারবেন। ব্যক্তিগত কুৎসা, অশালীন অথবা রাজনৈতিক বক্তব্য প্রদান করা যাবে না। প্রার্থী পরিচিতি সভার ব্যয় নির্বাহের জন্য নির্বাচন বোর্ড সকল প্রার্থীর উপর সমান হারে ফি ধার্য করতে পারবে।

২৬/১০/২০২৫ ২৬.১০.২৫ ২৬.১০.২০২৫

০৮। এই নির্বাচন আচরণ বিধির এক বা একাধিক বিধান লংঘিত হলে অথবা এই বিষয়ে কোন অভিযোগ উত্থাপিত হলে সংশ্লিষ্ট পক্ষকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিয়ে নির্বাচন বোর্ড বিধি মোতাবেক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। নির্বাচন বোর্ডের উক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপত্তি থাকলে সংশ্লিষ্ট পক্ষ আপীল বোর্ডের নিকট সাথে সাথে আপিল দায়ের করতে পারবেন। আচরণবিধি লঙ্ঘন সংক্রান্ত অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য নির্বাচন বোর্ডের সুপারিশক্রমে সময়ে সময়ে নির্বাচন আপিল বোর্ডের সভা অনুষ্ঠিত হবে এবং নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময়ে আচরণ বিধি সংক্রান্ত এইরূপ অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য নির্বাচন আপিল বোর্ড নির্বাচন চলাকালীন ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে উপস্থিত থাকবেন। নির্বাচন আপিল বোর্ডের সভায় শুনানী গ্রহণ করা হবে। এই শুনানীর বিষয়ে যাবতীয় নোটিশ সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহকে বিশেষ বিজ্ঞপ্তি/ঘোষণা মারফত অবহিত করা হবে। নোটিশ বোর্ডে এই বিষয়ে প্রদত্ত বিজ্ঞপ্তি একমাত্র বৈধ নোটিশ বলে গণ্য হবে। শুনানী গ্রহণ শেষে আপিল বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

০৯। নির্বাচন বোর্ড ভোট গ্রহণ কক্ষে একই সঙ্গে প্রবেশের জন্য ভোটারের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করবেন। নির্বাচন বোর্ড, নির্বাচন কর্মকর্তা, নির্বাচন সহযোগী, পোলিং এজেন্ট, নির্বাচনী প্রার্থী এবং কেবলমাত্র ভোট দানের জন্য আগত ভোটার ব্যতীত অন্য কারও ভোট গ্রহণ কক্ষে প্রবেশাধিকার থাকবে না। প্রত্যেক প্রার্থী নির্বাচনী কেন্দ্রে সর্বোচ্চ ০১ (এক) জন পোলিং এজেন্ট (অবশ্যই ভোটার হতে হবে) নিয়োগ করতে পারবেন।

১০। ভোট চিহ্ন প্রদানের জন্য নির্ধারিত গোপন কক্ষে এক সঙ্গে একাধিক ভোটারের প্রবেশ নিষিদ্ধ থাকবে। ভোট গ্রহণ কক্ষের বাইরে ব্যালট পত্র নেয়া যাবে না।

১১। ভোট গ্রহণ কক্ষে সকল ভোটার, নির্বাচন বোর্ড ও সংশ্লিষ্ট নির্বাচন কর্মকর্তার নিয়ন্ত্রণে বিধিমোতাবেক গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন। এই আদেশের বিধান লঙ্ঘন অথবা অসদাচরণ, প্রচারণা ও প্ররোচনায় লিপ্ত যে কোন প্রার্থী অথবা ভোটারকে নির্বাচন বোর্ড ভোট কেন্দ্রের এলাকা হতে বহিষ্কার করতে পারবে।

১২। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীবৃন্দ ভোট গ্রহণ এলাকা ও কক্ষে কেবলমাত্র নির্বাচন বোর্ড কর্তৃক সংরক্ষিত স্থান /আসনে অবস্থান করতে পারবেন এবং কেবলমাত্র নির্বাচন বোর্ডের অনুমতি গ্রহণপূর্বক একমাত্র ভোট দানের উদ্দেশ্যে ভোট প্রদান কক্ষের সংশ্লিষ্ট এলাকায় বিধিমোতাবেক প্রবেশ করতে পারবেন।

১৩। কোন প্রার্থী ভোট গ্রহণ কক্ষে কোন ভোটারের সঙ্গে কোন প্রকার আলাপ ও প্রচারণায় লিপ্ত হতে পারবেন না।

১৪। একজন প্রার্থী শুধুমাত্র একটি পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন।

১৫। একজন প্রার্থী একই পদের একাধিক মনোনয়নপত্র জমা করলেও তার একটি বৈধ মনোনয়নপত্র গ্রহণ করা হবে।

১৬। চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত নয় কিংবা জাল ভোট দান কিংবা ইতোমধ্যে ভোট দিয়েছেন, এমন ভোটারের বিরুদ্ধে অথবা অন্য কোন আচরণ বিধি লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে প্রার্থীগণ নির্বাচন বোর্ড ও নির্বাচন কর্মকর্তার নিকট আপত্তি করতে পারবেন।

১৭। নির্বাচন বোর্ড এইরূপ দাখিলকৃত আপত্তি ও অভিযোগের সুরাহা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১৮। নির্বাচন বোর্ড কিংবা নির্বাচন কর্মকর্তার নিষেধ বা সতর্কীকরণ সত্ত্বেও কোন প্রার্থী ভোট গ্রহণ কক্ষে আলাপচারিতা ও প্রচারণায় লিপ্ত হলে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিয়ে বিধান অনুসরণপূর্বক তার প্রার্থিতা বাতিল করা যাবে।

১৯। নির্বাচন বোর্ড ব্যালট পত্রের ফরম নির্ধারণ করবে। ব্যালট পত্রের প্রথম অংশে ব্যালট পত্র নম্বর মুদ্রিত থাকবে এবং ব্যালট পত্র আবশ্যিকভাবে সংগঠনের সিল ও চেয়ারম্যান, নির্বাচন বোর্ডের স্বাক্ষর সম্বলিত হতে হবে, অন্যথায় এটি গ্রহণযোগ্য হবে না।

২০। ব্যালট পেপারে প্রার্থীর নামের ডান দিকের নির্দিষ্ট স্থানে নির্বাচন বোর্ড কর্তৃক সরবরাহকৃত কলম দ্বারা [× (ক্রস)] চিহ্ন দিয়ে ভোট দিতে হবে। ক্রস (×) চিহ্ন প্রার্থীর নামের নির্দিষ্ট ঘরের উপরের ও নিচের লাইন অতিক্রম করতে পারবে না।

২১। ভোটার তালিকায় ভোটার নম্বর, ভোটারের ছবি, ভোটারের নাম, তার প্রতিষ্ঠানের নাম এবং TIN নম্বর উল্লেখ করতে হবে। সংগঠনের দপ্তরে রক্ষিত সদস্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মনোনীত সদস্যের নমুনা স্বাক্ষরের ভিত্তিতে অথবা নির্বাচন বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত ছবি সম্বলিত পরিচিতিপত্রের মাধ্যমে ভোটার সনাক্ত করা হবে। উক্ত পরিচিতিপত্র না থাকলে অথবা স্বাক্ষরে গরমিল হলে ভোট প্রদান করা যাবে না।

২২। নির্বাচন বোর্ড কর্তৃক প্রদানকৃত ভোটার কার্ড সন্দেহাতীতভাবে যাচাইপূর্বক ব্যালট প্রথম অংশটি সংশ্লিষ্ট ভোটারকে প্রদান করবেন এবং চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় উক্ত ভোটারের নামের বিপরীতে ব্যালট পত্র নম্বর লিপিবদ্ধ করে মুড়িতে ভোটারের স্বাক্ষর গ্রহণ করতঃ ভোটাধিকার প্রয়োগ রেকর্ড করবেন। একজন ভোটারকে কোন অবস্থাতেই একাধিক ব্যালট পত্র প্রদান করা যাবে না।

২৩। শারীরিকভাবে অসমর্থ কোন ভোটার সাহায্যকারী ব্যতীত ভোট দানে অপারগ হলে নির্বাচন বোর্ড সদস্যদের মধ্য হতে একজনকে ভোট প্রদান কক্ষে উক্ত ভোটারের সাহায্যকারী নিযুক্ত করতে পারবে।

২৪। ভোট গ্রহণ শুরু হওয়ার অন্ততঃ ১৫ মিনিট পূর্বে নির্বাচন বোর্ড নির্বাচন প্রার্থীগণের (যদি উপস্থিত থাকেন) সম্মুখে নিরীক্ষণ করিয়া শূন্যতার নিশ্চয়তার বিধান অনুসরণপূর্বক ব্যালট বাক্সটি বন্ধ ও সীল করবে এবং নির্বাচন বোর্ড, প্রার্থী ও ভোটারদের নিকট দৃশ্যমান একটি উপযোগী স্থানে স্থাপন করবে।

২৫। একটি ভোট গ্রহণ কক্ষে একই সঙ্গে নির্বাচনের জন্য একাধিক ব্যালট বাক্স ব্যবহার করা যাবে না। একটি ব্যালট বাক্স পূর্ণ কিংবা আরও ভোট গ্রহণের জন্য নির্বাচন বোর্ডের চেয়ারম্যানের নিকট অনুপযোগী প্রতীয়মান হলে তিনি সংশ্লিষ্ট ব্যালট বাক্সটি সিল করে নিরাপদ ও দৃশ্যমান স্থানে সংরক্ষণ করে এর স্থলে অপর একটি শূন্য ও সীলকৃত ব্যালট বাক্সে ভোট গ্রহণ করবেন।

২৬/১০/২০২৫ ২৬.১০.২০২৫ ২৬.১০.২০২৫

২৬। নির্বাচন বোর্ড কর্তৃক কেবলমাত্র সাময়িক প্রয়োজনে ভোট গ্রহণ স্থগিত করা হলে ব্যালট বাক্স সীল করে নির্বাচন বোর্ড ভোট গ্রহণ পুনরায় আরম্ভ না করা পর্যন্ত সংরক্ষিত থাকবে।

২৭। নির্বাচন তফসিল অনুযায়ী নির্ধারিত তারিখ ও সময়ের মধ্যে ভোট কেন্দ্রে উপস্থিত সকল ভোটার ভোট দান করতে পারবেন।

২৮। বিধি মোতাবেক ভোট প্রদান সমাপ্তির পর ভোট গণনা শুরু হবে এবং সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত একটানা চলতে থাকবে। প্রার্থীগণ ভোট গণনার সময় উপস্থিত থাকতে পারবেন। তবে কোন প্রার্থী ভোট গণনার সময় নিজে উপস্থিত না থাকলে নির্বাচন বোর্ডের পূর্বানুমতিক্রমে তাঁর পক্ষে একজন প্রতিনিধি নিযুক্ত করতে পারবেন।

২৯। নির্বাচন বোর্ড ভোট গণনার উদ্দেশ্যে ব্যালট বাক্স হতে ব্যালট পত্র বের করে প্রাপ্ত ব্যালট পত্রের সংখ্যা লিপিবদ্ধ করে ভোট গণনা শুরু করবেন।

৩০। নির্বাচন কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও সিল না থাকলে ব্যালট পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।

৩১। নির্ধারিত সংখ্যক পদের অতিরিক্ত অথবা কম সংখ্যক প্রার্থীকে ভোট প্রদান করা হলে ব্যালট পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।

৩২। কাটাকাটি, ওভার রাইটিং সম্বলিত অস্পষ্ট ব্যালট পত্রের নির্দেশাবলী লংঘন করে পূরণকৃত ব্যালট পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।

৩৩। নির্বাচন বোর্ড বৈধ ব্যালট পত্রসমূহ হতে প্রত্যেক প্রার্থীর পক্ষে প্রদত্ত ভোট গণনা করে লিপিবদ্ধ করবে। এই ভোট গণনায় নির্বাচন বোর্ড ও নির্বাচন কর্মকর্তা ব্যতীত অন্য কেউ অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।

৩৪। নির্বাচন বোর্ড ভোট গ্রহণ ও গণনা শেষে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা ও প্রকাশ করবে।

৩৫। নির্বাচন বোর্ড আচরণ বিধির পরিবর্তন/পরিমার্জন/সংশোধনের এখতিয়ার সংরক্ষণ করে।

২৬/১০/২০২৫	২৬.১০.২০২৫	২৬.১০.২০২৫
মোঃ মেহেদী হাসান	নাসরিন সুলতানা	তানিয়া ইসলাম
সদস্য	সদস্য	চেয়ারম্যান
নির্বাচন বোর্ড	নির্বাচন বোর্ড	নির্বাচন বোর্ড
ইলেক্ট্রনিকস সেফটি এন্ড সিকিউরিটি এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ	ইলেক্ট্রনিকস সেফটি এন্ড সিকিউরিটি এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ	ইলেক্ট্রনিকস সেফটি এন্ড সিকিউরিটি এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ
ও	ও	ও
সিনিয়র সহকারী সচিব	উপসচিব	উপসচিব
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১. মহাপরিচালক (যুগ্মসচিব), বাণিজ্য সংগঠন অনুবিভাগ, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;

২. প্রশাসক, ইলেক্ট্রনিকস সেফটি এন্ড সিকিউরিটি এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ, ২২৪/১, ট্রপিকানা এনএমজি টাওয়ার (১৫ তলা), নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা;

৩. চেয়ারম্যান, নির্বাচন আপিল বোর্ড, ইসাব নির্বাচন ২০২৬-২০২৮, ইলেক্ট্রনিকস সেফটি এন্ড সিকিউরিটি এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ, ২২৪/১, ট্রপিকানা এনএমজি টাওয়ার (১৫ তলা), নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা;

৪. সদস্য (ডাক যোগে), ইলেক্ট্রনিকস সেফটি এন্ড সিকিউরিটি এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ, ২২৪/১, ট্রপিকানা এনএমজি টাওয়ার (১৫ তলা), নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা;

৫. অফিস সচিব, ইলেক্ট্রনিকস সেফটি এন্ড সিকিউরিটি এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ, ২২৪/১, ট্রপিকানা এনএমজি টাওয়ার (১৫ তলা), নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা;

৬. নোটিশ বোর্ড, ইলেক্ট্রনিকস সেফটি এন্ড সিকিউরিটি এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ, ২২৪/১, ট্রপিকানা এনএমজি টাওয়ার (১৫ তলা), নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা।